তারিখ ... 09 OCT 2017
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২

# স্কুল-কলেজ জাতীয়করণ নিয়ে প্রতারণার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি

■ সাব্বির নেওয়াজ

বেসরকারি স্কুল-কলেজ জাতীয়করণের প্রক্রিয়ার মধ্যে ঢুকে একটি প্রতারকচক্র টাকা হাতানোর অপচেষ্টা শুরু করায় এক সতর্কবার্তা জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সতর্ক করা হয়েছে। প্রতারকরা নিজেদের আড়ালে রাখতে সরাসরি টাকা না নিয়ে ফোন করে বিকাশ বা অন্য ডিজিটাল লেনদেন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দিতে বলছে। এদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ওইসব ফোন নম্বর থানায় জানাতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

**বিকাশে টাকা চাওয়া হলে প্রতারকের মোবাইল নম্বর থানায় জানাতে পরামর্শ**

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এমন প্রতারণার সঙ্গে জড়িত শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) একটি সংঘবদ্ধ দালাল গ্রুপ। শিক্ষার মানোন্নয়নে দেশের প্রত্যেক উপজেলায় একটি কলেজ ও স্কুল জাতীয়করণ করছে সরকার। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত তালিকায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম থাকার পরও 'জাতীয়করণ আটকে দেওয়া হবে'– এমন হুমকি দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের কাছে চাওয়া হচ্ছে মোটা অঙ্কের টাকা। কখনও শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কখনও মাউশির সরেজমিন পরিদর্শন কমিটির সদস্য পরিচয়েও এই টাকা চাওয়া হচ্ছে। টাকা না দিলে তদন্ত আটকে দেওয়া, নেতিবাচক প্রতিবেদন জমা দেওয়া এমনকি তালিকা থেকে নাম পর্যন্ত বাদ দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। বাধ্য হয়ে ওইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকরা প্রত্যেক শিক্ষকের কাছ থেকে চাঁদা তুলে প্রতারক চক্রকে টাকা দিচ্ছে। আর এ লেনদেনে কারও সঙ্গে কারও দেখা হয় না। সবই হচ্ছে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিকাশের মাধ্যমে। এসব প্রতারণায় পা না দিয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার পাশাপাশি ওইসব ব্যক্তির নাম ও মোবাইল নম্বর দিয়ে নিকটস্থ থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ জানাতে বলেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব আবু আলী মো. সাজ্জাদ হোসেন এ বিষয়ে একটি সতর্কবার্তা জারি করেন। এতে বলা হয়, 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ/জাতীয়করণ কার্যক্রম চলমান। এই জাতীয়করণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, এমন কিছু অসাধু প্রতারক চক্র বা ব্যক্তি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে এই বলে হুমকি দিচ্ছেন, টাকা না দিলে আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম তালিকাভুক্তি থেকে বাদ দেওয়া হবে।' শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, 'কোনো ব্যক্তি বা চক্র এভাবে যদি অর্থ চায় বা হুমকি দেয়, তবে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তার মোবাইল নম্বরসহ নিকটস্থ থানায় জানানো জন্য বলা হয়েছে।'

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, অনেক প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রতারক চক্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অর্থ লেনদেন করার প্রস্তাব দিলেও তাতে সায় দেয় না প্রতারক চক্র। তাদের ভাষ্য, 'আমাকে চেনা আপনার জরুরি নয়, আপনার কাজ হওয়া জরুরি। তাই যা লেনদেন হবে এটা শুধু আপনি এবং আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।' এ ক্ষেত্রে বিকাশের লেনদেনই সবচেয়ে নিরাপদ বলে জানায় প্রতারকরা। তাদের প্রতারণাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জাতীয়করণ শাখার প্রধান কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর, তার বাসায় ঠিকানা পর্যন্ত তাদের দেওয়া হয়। মাউশির তদন্তে থাকা কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর, কে কে থাকছেন ওই প্রতিষ্ঠানের তদন্তে তাদের নাম-ঠিকানা পর্যন্ত ওই শিক্ষককে দেওয়া হয় বিশ্বাসযোগ্য করতে।

এ ব্যাপারে মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান সমকালকে বলেন, 'যেখানে চিনি আছে, সেখানে পিঁপড়া

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৩

## স্কুল-কলেজ জাতীয়করণ

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

আসবেই। জাতীয়করণের নামে আর্থিক লেনদেনের প্রতারণা হচ্ছে, এটা আমরা অবগত। তবে সেই পিঁপড়া মাউশিতে ভিড়তে পারবে না। জাতীয়করণের তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সরেজমিন তদন্ত রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ের জমা দেওয়ার কাজটি আমাদের রুটিন ওয়ার্ক। এর বাইরে জাতীয়করণ প্রক্রিয়ায় আমাদের আর কোনো দায়িত্ব নেই। কেউ যদি মাউশির কোনো কর্মকর্তার নামে টাকা চায়, আর সে না জেনে, না বুঝে টাকা দেয় সে ক্ষেত্রে আমাদের কিছু করার নেই।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, জাতীয়করণ সংশ্লিষ্ট শাখার কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগ উঠেছে। এরপর মন্ত্রণালয় থেকে মৌখিকভাবে সবাইকে সতর্ক করা হয়েছে এই বলে যে, কারও বিরুদ্ধে এসব অভিযোগের প্রমাণ মিললে তাকে কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। একই অভিযোগ মাউশির কিছু কর্মকর্তার দিকেও।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, দেশের বিভিন্ন উপজেলায় ১৪৮টি বেসরকারি হাইস্কুল জাতীয়করণের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নীতিগত অনুমোদন দিয়েছেন। গত মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় ওই তালিকা প্রকাশ করেছে। এর আগে প্রধানমন্ত্রী দু'দফায় ১২৩টি হাইস্কুল সরকারি করার ব্যাপারে নীতিগত সম্মতি দেন। ওইসব স্কুল পরিদর্শন করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিতে মাউশিকে নির্দেশনা দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সে অনুযায়ী ৪৮টির পরিদর্শন প্রতিবেদন জমা পড়ে। অর্থ মন্ত্রণালয় এর মধ্যে ৪২টির সরকারিকরণের ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছে। এর আগে দেশের আরও বিভিন্ন উপজেলার ৭৩ স্কুল জাতীয়করণের বিষয়েই প্রধানমন্ত্রী সম্মতি দেন। এসব স্কুলের জাতীয়করণের বিরুদ্ধে আদালতে কোনো মামলা আছে কি-না, তা তিন কার্যদিবসের মধ্যে জানতে চাওয়া হয়েছে মাউশির মহাপরিচালকের কাছে। এ ছাড়া ২৮৩টি কলেজ জাতীয়করণের সব প্রক্রিয়া প্রায় শেষ পর্যায়ে এখন।